OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 108
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 872 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 872 - 876
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নবযুগের শিক্ষাগুরু ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্ররা

ড. মনোয়ার আলী
সহকারী শিক্ষক, সরাই বুনিয়াদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
দক্ষিন দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Email ID: monowaralimail@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Henry Louis Vivian Derozio, Bengal Renaissance, Young Bengal, Hindu College, Rationalism, Social Reform, Women's Education, Human Rights, Critical Thinking, Intellectual Awakening.

Abstract

Henry Louis Vivian Derozio was a pioneering teacher of the Bengal Renaissance in the 19th century. He was not confined to traditional teaching; rather, he inspired his students to think critically, develop rationality, and express their opinions freely. Through his teaching at Hindu College, he created a new intellectual environment that later gave rise to the group known as the 'Young Bengal'.

Derozio's students raised their voices against social superstitions and blind beliefs. Among them were notable figures such as Krishnamohan Banerjee, Ramgopal Ghosh, Rasik Krishna Mallick, Dakshinaranjan Mukhopadhyay, and Ramtanu Lahiri, among others. Influenced by Western philosophy and rationalism, they introduced new ideas about social reform, women's education, and human rights.

Derozio taught his students to question, to seek logic, and to pursue truth with courage. As a result, his students emerged not only as educated individuals but also as pioneers of social change. Although many of their ideas sparked controversy at the time, their contributions to the development of modern Bengali society and education are immense.

Thus, Derozio and his students together ushered in a new era that brought lasting changes to Bengali thought and consciousness.

Discussion

হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক, যাঁর শিক্ষা ও দৃষ্টি ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন চিন্তা এবং সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। ডিরোজিওর প্রভাব শুধু তাঁর পাঠদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি ছিলেন একজন উদ্দীপক, যাঁর প্রেরণা ছাত্রদের মধ্যে এক বিপ্লবী মানসিকতা তৈরি করেছিল। তাঁর শিক্ষা ও দর্শনই পরবর্তীতে বাংলার সমাজে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজ-এ শিক্ষকতা শুরু করেন, তখন তিনি শুধু পাঠ্যবইয়ের উপর নির্ভর না করে ছাত্রদেরকে চিন্তা, যুক্তি ও প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 108
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 872 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা কেবল বুদ্ধির বিকাশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সামাজিক অবক্ষয় ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ডিরোজিওর শিক্ষার মূল কাঠামো ছিল পাশ্চাত্য দর্শন, যুক্তিবাদী চিন্তা এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের মূল্য। তিনি ছাত্রদের বলতেন, 'বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে স্বাধীনতা', যার মাধ্যমে তিনি তাদের আত্মবিশ্বাসী হতে এবং সমাজের প্রচলিত ধারনাগুলোর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতেন। ফলে তাঁর ছাত্ররা কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ডিরোজিও যে নতুন চিন্তা ও দর্শন ছাত্রদের মধ্যে প্রবাহিত করেছিলেন, তার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁর ছাত্ররা পরবর্তীতে 'ইয়াং বেঙ্গল' নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করেন, যারা সমকালীন বাংলা সমাজের প্রতিক্রিয়া জানায় এবং নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা প্রবর্তন করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং আরও অনেকেই, যারা আধুনিক বাংলা সমাজের নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

ডিরোজিওর প্রভাব শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি নারীশিক্ষা, মানবাধিকার, সামাজিক সংস্কার এবং নারীসমাজের স্বাধীনতা-এর প্রশ্নে এক নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও দর্শন ছাত্রদের মধ্যে অধিকার, স্বাধীনতা এবং বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন তৈরি করেছিল, যা পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মতো বৃহত্তর রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে ওঠে।

অতএব, ডিরোজিওর প্রভাব শুধু তখনকার সময়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর প্রভাব আজও বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং সমাজচিন্তায় প্রগাঢ়ভাবে অনুভূত হয়। ডিরোজিও ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক, যিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন, যা বাংলা সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন নিয়ে আসে।

উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন ডিরোজিও। সে সময়কার বাঙালি তরুণদের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছিলেন তিনি। তার পাশাপাশি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নানা ধরনের কুসংস্কার ভাঙার কাজ করেছিলেন তিনি। মাত্র পাঁচ বছর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করে তিনি যে সমস্ত ছাত্রদের তৈরি করেছিলেন তাঁরা সে সময় এবং বর্তমান সময়েও তাদের প্রজ্ঞা বাংলা-সহ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অসম্ভব যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, জনকল্যাণমুখী কাজ তার পাশাপাশি আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি মানুষের হৃদয়ে চিরজীবনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি পর্তুগিজ পরিবারের জন্মগ্রহণ করেও যেসব ছাত্রবলয় তৈরি করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। বাচিক অভিনয় থেকে শুরু করে নাট্যাভিনয়, কবিতা লেখা নানা দিকে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন তা তাঁকে প্রতিটি বাঙালির অন্তরে জায়গা করে রেখেছে।

ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কাশিপ্রসাদ ঘোষ, চন্দ্রশেখর দে, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, দিগম্বর মিত্র, ভুবনমোহন মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, হরিমোহন সেন, রসিকলাল সেন, গঙ্গাচরণ সেন, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র সেন, হলধর সেন, অমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, উমাচরণ বসু প্রমুখ।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩ — ১৮৮৫) : কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর পিতা ছিলেন জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ি ছিল ২৪ পরগনার নবগ্রামে। কৃষ্ণমোহন অত্যন্ত দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি দরিদ্র করে জন্মগ্রহণ করলেও বাল্যকাল থেকেই অসম্ভব মেধাবী ছিলেন। মাত্র ৬ বছর বয়সে তিনি সেন্ট্রাল ভার্নাকুলার স্কুলে ভর্তি হন। নিজের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, অধ্যাবসায়, কাজের প্রতি প্রচন্ড জেদ ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁকে হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম পরিণত করে। আর তার সঙ্গে ডিরোজিওর মত অসম্ভব তর্ক-শানিতে যুক্তিবাদ সমাজ কল্যাণমুখী মানবতাবাদ ও প্রখর জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষক পেয়ে গেলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন একজন অনন্তকালের পথযাত্রী। তিনি জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিদ্যার বিস্তার এর অর্জিত ফসল দিয়ে নিজের সমগ্র জীবনকে অতুলনীয় ভাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 108
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 872 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বেথুন সোসাইটির সহ-সভাপতি এর পদে থেকে ডিরোজিওর বক্তৃতা ও সমাজ সংস্কৃতিকে তিনি দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেন। তার রচিত দ্বিভাষিক বিদ্যাকল্পদ্রুম আমাদের দেশে আধুনিক বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এটি তেরোটি খন্ডে রচিত। ডিরোজিওর মত শিক্ষাগুরুপে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞান ও বিদ্যা চর্চার পরিমণ্ডলে নিজেকে বিকশিত করেছিলেন।

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪ — ১৮৬৮) : ডিরোজিও শিশুদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ ছিলেন একজন। হুগলি জেলার বাগাটি গ্রামে তাঁর পিতার বাড়ি ছিল। রামগোপাল ঘোষ হিন্দু কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন সপ্তম শ্রেণি থেকে। এই কলেজে প্রথম থেকেই তিনি ডিরোজিকে খুব কাছে থেকে পেয়েছিলেন। ডিরোজিওর যুক্তিবাদ ও তর্কবাদ বিষয়গুলি রামগোপালকে ডিরেজিওর খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল এবং দ্রুত তিনি হয়ে উঠেছিলেন ডিরোজিওর যুবচক্রের এক আকর্ষণীয় চরিত্র। তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। সে প্রবন্ধ গুলিতে অত্যন্ত শানিত যুক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় আছে। ডিরোজিওর বাড়িতে যেসব ছাত্ররা নিয়মিত যাতায়াত করতেন রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের' বিতর্ক সভায় রামগোপালের বক্তৃতা শুধু ডিরোজিওকে নয়, তাঁর বাগ্মীতা ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সে সভায় উপস্থিত পন্ডিতরা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। অসামান্য বক্তৃতায় তিনি অনেক সভায় চিফ স্পিকার হতেন। ইয়ং বেঙ্গলদের যেসব সংস্কৃতি ও সাংগঠনিক কর্মসূচি থাকতো রামগোপাল ঘোষ তার সঙ্গে নিজেকে সর্বদাই জড়িয়ে রাখতেন। তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি সমস্ত দিক থেকে নিজেকে যুক্ত রাখার জন্য নেতৃস্থানীয় মর্যাদার শিখরে পৌঁছেছিলেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০ — ১৮৮৫) : রসিককৃষ্ণ মল্লিক এর পিতা ছিলেন নবকিশোর মল্লিক। তিনি তুলা ও সুতোর ব্যবসায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজের পড়াতে আসেন সে সময় রসিককৃষ্ণ ছিলেন এই কলেজের সিনিয়র ছাত্রদের মধ্যে একজন। বলা যেতে পারে ডিরোজিওর সমবয়সী। ডিরোজিও র কথাবার্তা, যুক্তি রসীককৃষ্ণ মল্লিককে বারবার আকর্ষণ করেছিল। তাই তিনি হয়ে উঠলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য। এই শিক্ষকের হাতে তৈরি হয়ে তিনি হয়ে উঠলেন আরও যুক্তিবাদী, প্রখর মেধাবী। অনেক সময় ডিরোজিও না থাকলে সে সময় রসিককৃষ্ণকে অনেকেই ফ্রেন্ড-ফিলোসফার - গাইড হিসেবে মেনে নিতেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন রামতনু লাহিড়ী। রসিককৃষ্ণ অত্যন্ত সত্যবাদী ও সঠিক পথের দিশারী ছিলেন। তিনি সত্য কথা বলতে কখনো ভয় পেতেন না। এই কারণে নির্ভীক মানুষটি অনেক সময় তার পরিবারের কাছে তাঁকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের কালেক্টর এর পদে যোগ দেন। বইয়ের প্রতি তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। বই পেলেই তিনি সেটা সংগ্রহ করতেন। কলকাতায় সে সময়ে নতুন বই এলেই একটি কপি ডিরোজিও লাইব্রেরীতে তিনি এনে রাখতেন। সে সময়ে ইংরেজি ভাষায় ভালো ভালো পুস্তকগুলি তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তিনি 'Ethics of Religion' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন যেটি সমাপ্ত করেননি তিনি। এই পুস্তিকা অধ্যায়ন করলে বোঝা যায় তাঁর পড়াশোনার বহর ও চিন্তার মৌলিকতা কতোটা গভীর ছিল।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪ — ১৮৭৮) : জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা চর্চায় সুপণ্ডিত জগমোহন মুখোপাধ্যায় সারা জীবন লেখাপড়ার চর্চা করে গেছেন। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে যাঁদেরকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সে সময় বলা হত তাদের মধ্যে দক্ষিণাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন। গুরু হিসেবে ডিরোজিওকে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপত্র স্বরূপ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা ১৮৩১ সালে ১৮ জুন প্রকাশিত হয়েছিল দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে। ইয়ংবেঙ্গল হিসেবে দক্ষিণারঞ্জনদুটি কীর্তি তাকে খুব বেশি পরিচিত করেছিল। প্রথমত, ডেভিড হেয়ারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। দ্বিতীয় বিষয়টি ইয়ংবেঙ্গল এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিত সভা'র এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা বিষয়ের জন্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কিভাবে ডিরোজিও সান্নিধ্য তাকে আকর্ষণ করেছিল সে সম্পর্কে শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 108
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 872 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "পরিবার ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অনর্থক অভিভাবকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট দেখিয়ে ডিরোজিও তখন মুক্তির স্বপ্ন এঁকে দিচ্ছেন তরুণ ছাত্রদের মনে। দক্ষিণারঞ্জনের মনে ধরল এমন গুরু। ছায়ার মতো সেঁটে যেতে চাইলেন তাঁর সঙ্গে।"[১]

এই সেঁটে গিয়েই দক্ষিণারঞ্জন হয়ে উঠলেন তাঁর শিশুদের মধ্যেও অন্যতম।

হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮ — ১৮৬৮) : হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন দেওয়ান অভয়াচরণ ঘোষের পুত্র। হরচন্দ্র ঘোষ অত্যন্ত ধনী পরিবারের ছেলে হলেও বিদ্যা বুদ্ধিতে ছিলেন তিনি সেই সময়কার নতুন প্রজন্মের মধ্যমণি। তাঁর পোশাক পরিচ্ছেদ, আচার ব্যবহারে জমিদারি সুলভ আভিজাত্যের চিহ্ন থাকলেও বিদ্যা বুদ্ধিতে তাঁর পারদর্শিতা ছিল বিদ্যুৎ এর ভাস্বর। কৃতি ছাত্র হিসাবে তিনি সকলের মনকে জয় করেছিলেন। এই মন জয়ের পরিচয় পাওয়া যায় হিন্দু কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে। তাঁর এই সুখ্যাতি সেই সময়কার লর্ড বেন্টিং এর কানেও পৌঁছেছিল। তাই তিনি হরচন্দ্রকে উত্তর ভারত যাত্রার সঙ্গী হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন। তবে বাড়ির লোকের নানা কারণে বাধার জন্য তার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ও ইয়াং বেঙ্গলের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর যে বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ। এত কিছু প্রতিভার তিনি অধিকারী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর সান্নিধ্যে থেকে। তাই শিবনাথ শাস্ত্রী হরচন্দ্রকে ডিরোজিও বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল হিসাবেই দেখেছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪ — ১৮৮৩) : প্যারীচাঁদ মিত্রের পিতা ছিলেন রাজনারায়ণ মিত্র। তিনি কোম্পানির কাগজ, হুন্ডির ব্যবসায় অভূতপূর্ব ধন উপার্জন করেন। এই রাজনারায়ণ রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। শৈশবকালীন সময়ে প্যারীচাঁদ নিজের বাড়িতেই এক গরুমশাই এর কাছে বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর ১৮ ২৭ খ্রিস্টাব্দে ৭ জুলাই মাত্র তেরোবছর বয়সে প্যারীচাঁদ মিত্র হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। প্রথমদিকে গ্রামের ছেলে বলে তাকে অনেকেই অট্টহাসি করলেও তাঁর মেধা শক্তির গুণে অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষকের কাছে তিনি শিরোমণি হয়ে ওঠেন। তিনি কলেজে প্রবেশের আগেই শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন ডিরোজিওকে। শ্রেণিকক্ষে, শ্রেণিকক্ষের বাইরে, ডিরোজিওর বাড়িতে এমনকি একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বিতর্ক সভায় প্যারীচাঁদ মিত্র উপস্থিত হয়ে ক্রমশ নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন। পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি সভা-সমিতি ছিল ইয়ং বেঙ্গলদের জ্ঞানচর্চা ও সমাজসংস্কারমূলক কাজের অন্যতম মাধ্যম। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৩৮ সালে তিনি স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী জাতির উন্নতি, স্ত্রীর পাঠ্য রচনা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। নানা রকমের চিন্তাশীল, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক, স্ত্রী জাতির মঙ্গলবিবর্ধক, নানা ধরনের লেখায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এ রচনাগুলি তিনি শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ইংরেজি ও বাংলায় উভয় ভাষায় লিখতেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটি তাঁর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এবং বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "তাঁর কোন কোন রচনায়, বিশেষত 'আলালের ঘরের দুলালে' সর্বপ্রথম নকশার স্থলে উপন্যাসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।"[২]

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩ — ১৮৭০) : রাধানাথ শিকদার এর পিতার নাম তিতুরাম। তারা জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং কলকাতার আদিবাসী বাসিন্দা। নবাবী আমলে তাদের পূর্বপুরুষেরা বংশপরম্পরায় সিকদার ও পুলিশ কমিশনারের কাজে যুক্ত থাকতেন। রাধানাথ শিকদার ডিরোজিওকে শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। তাই তাঁর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন ডিরোজিও তাঁর মনে সাহিত্য প্রেম এমন ভাবে প্রথিত করে দিয়েছিলেন যা তাঁর হৃদয়ের গভীরে মুদ্রিত হয়ে থেকেছে চিরকালের জন্য। শুধু তাঁর সাহিত্য প্রেমই নয়, তিনি আরও বেশি পরিমাণে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 108
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 872 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "রাধানাথ কিন্তু প্রবণতার দিক থেকে সাহিত্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। অংকের শিক্ষক টাইটলার সাহেবের প্রিয় ছাত্র। অসামান্য মেধাবী রাধানাথ টাইটলারের কাছে নিউটনের প্রিন্সিপিয়া শিক্ষা গ্রহণ করেন। উচ্চগণিতে তাঁর দক্ষতা সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।"[৩]

শিবচন্দ্র দেব (১৮১১ — ১৮৯০) : শিব চন্দ্র দেবের পিতা ছিলেন কোন্নগরের মান্যগণ্য ব্যক্তি। খুব অল্প বয়সে শিবচন্দ্র দেব মদনমোহন মিত্রের কাছে ইংরেজি বানান শব্দার্থ ও পড়া মন প্রান দিয়ে শিখে নিয়েছিলেন। ডিরোজিও সান্নিধ্যে এসে তিনি মুক্তমনা এক মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু কলেজের নব শিক্ষিত যুবকরা সভা সমিতির সংস্কৃতিকে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কোন্নগরের কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের নানা রকমের কুসংস্কার গুলোকে ভেঙে দিতে দিয়েছিলেন। তাই তিনি আলো জ্বালার কাজ করেছিলেন সেখানে। স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তার পাশাপাশি ডাকঘর প্রতিষ্ঠা, কোন্নগরের রেল স্টেশনে ট্রেন থামা, দাতব্য চিকিৎসালয়— এরকম নানা ধরনের কাজে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তার ফলে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই উক্ত কাজগুলো তিনি করতে পেরেছিলেন।

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩ - ১৮৯৮) : রামতনু লাহিড়ী জন্মগ্রহণ করেন মাতুলালয়ে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে স্কুল সোসাইটি থেকে বৃত্তি পেয়ে রামতনু লাহিড়ী হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন। তিনি ছাত্র হিসেবে খুবই ভালো হলেও আল্ট্রা রেডিক্যাল ছিলেন না একবার রামগোপাল ও দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে ডিরোজিওর বাড়িতে যান। কুলিন বামনের ছেলে হওয়ায় দক্ষিণারঞ্জন এর চেষ্টা করেও চা খাওয়াতে পারেননি রামতনু লাহিড়ীকে ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্র জীবন শেষ করলেও সেই কলেজেই শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন রামতনু লাহিড়ী। পরে কৃষ্ণনগর বর্ধমান, উত্তর পাড়া, বরিশাল প্রকৃতি জায়গায় শিক্ষকতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাফল্য সুখ্যাতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে নিয়ে পুরোদস্তর একটা বই লিখেছিলেন। শিক্ষক রামতনুর সাফল্যে আমরা পাই ডিরোজিওর অনুচ্চারিত কিন্তু সুগভীর প্রভাব।"[৪]

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন, ডিরোজিও বৃক্ষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২৫, পৃ. ১৯৯
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬ পুনঃ মুদ্রণ ২০০৫-৬, পৃ. ৩২৪
৩. মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন, ডিরোজিও বৃক্ষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২৫, পৃ. ২০৮
৪. তদেব, পৃ. ২১৪